১৩

তারিখ 05 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

১০ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

মাইজদী গার্লস একাডেমীর শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে

নোয়াখালী প্রতিনিধি : নোয়াখালী জেলা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাইজদী গার্লস একাডেমীতে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক না থাকায় শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রতিবছর সরকারি অনুদানসহ সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়মিত থাকলেও ছাত্রীরা ভালো ফল না করতে পারায় অভিভাবকরা তাদের সন্তান নিয়ে দুর্ভাবনায় রয়েছেন।

১৯৬৪ সালে এ জেলার কৃতী সন্তান জননেতা মরহুম আবদুল মালেক উকিল তৎকালীন বঙ্গ বিদ্যালয় স্কুলকে নারী শিক্ষার প্রসার কল্পে মাইজদী গার্লস একাডেমী নামে স্বতন্ত্রভাবে মেয়েদের জন্য এই স্কুল চালু করেন। গার্লস একাডেমী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের তৎসময়ে এই বেসরকারি স্কুলে পড়ালেখা মানসম্পন্ন থাকায় ছাত্রীদের ফলাফল সন্তোষজনক থাকলেও দীর্ঘ ১০ বছর ধরে স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। গত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার অত্যন্ত নাজুক। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে সহকারী শিক্ষিকা হিসেবে যোগদানকারী আনোয়ারা ইসলাম পরবর্তী কালে ১৯৬৭ সাল থেকে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

তখন একটি কুচক্রীমহল প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব লাভের পর থেকেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেও জননেতা মরহুম আবদুল মালেক উকিলের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তারা বেশি দূর এগুতে পারেনি। তার মৃত্যুর পর ঐ মহল প্রধান শিক্ষিকাকে ১৯৮৭ সালে ছুটিতে থাকা অবস্থায় একটি মিথ্যা অভিযোগ এনে বরখাস্ত করে।

আনোয়ারা ইসলাম ঐ বরখাস্তের বিরুদ্ধে নোয়াখালী জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করলে আদালত দীর্ঘ শুনানির পর ১৯৯৪ সালের ১১ জুন তার সাময়িক বরখাস্ত অকার্যকর করেন। ঐ সময় প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে যোগদান করতে গেলে স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি তাকে যোগদান গ্রহণ থেকে বিরত রাখেন। এ সময় স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক নূরনবী জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্টে রিট করলে সেখানে প্রধান শিক্ষিকার অনুকূলে হাইকোর্ট রায় প্রদান করলেও বর্তমানে তিনি স্কুলে যোগদান করতে গেলে তাকে যোগদান গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে।